

প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাকালীন সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত তিন বছরে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরে রয়েছে। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৭১ শতাংশ এবং সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৩২ শতাংশ। কৃষি খাতে বিগত দুই বছর ৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির পর বড় ভিত্তির প্রভাবে (high base effect) চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমলেও এ খাতের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। পাশাপাশি শিল্প এবং সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি সার্বিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। এসময়ে রাজস্ব আহরণের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিও বজায় ছিল। অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অভ্যন্তরীণ খাতে বিশেষ করে বাজেটে অতিরিক্ত ভর্তুকির চাপ, জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বহিঃখাতে ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণ সমস্যার প্রভাবে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এ সময়ে মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়তে থাকে এবং বিনিময় হারের দ্রুত অবচিতি ঘটে। সমন্বিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে এবং বিনিময় হার ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ভাল হওয়ায় ইতোমধ্যে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে এবং এপ্রিল ২০১২-এ মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কে নেমে এসেছে। রাজস্ব ও মুদ্রাখাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সমন্বিত বাস্তবায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০১০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার পর ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশে সার্বভৌম ঋণ (sovereign debt) সমস্যার বিস্তার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ঋণমানের অবনয়ন মন্দা পুনরাবির্ভাবের (double dip recession) যে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা কাটানো সম্ভব হয়েছে। ২০১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির চাপা ভাব এবং ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতিকে পুনরায় মন্দার প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তার ফলে মন্দার প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হলেও বিশ্ব অর্থনীতিতে এখনও নিম্নমুখী ঝুঁকি রয়েছে। তবে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ ধারায় হলেও বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১১-এর তুলনায় সামান্য হ্রাস পেলেও তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর World Economic Outlook (WEO), April 2012 অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১১ সালের ৪.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণমানের অবনয়ন এবং ব্যাংকিং খাতে এর প্রভাবে ২০১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ২০১২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথগতির কারণে সার্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০১৩ সালে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৪.১ শতাংশে দাঁড়ানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১১ সালে ১.৬ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে ১.৪ শতাংশে দাঁড়ালেও ২০১৩ সালে তা ২.০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার পূর্বাভাস করা হয়েছে। ইউরো অঞ্চলে সীমিত আকারের মন্দার পূর্বাভাস করা হয়েছে, যেখানে প্রবৃদ্ধি ২০১২ সালে ০.৩ শতাংশে সংকুচিত হতে পারে, যা ২০১৩ সালে ০.৯ শতাংশে উন্নীত হওয়ার পূর্বাভাস করা হয়েছে। অন্যদিকে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১১ সালে ৬.২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে ৫.৭ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ৬.০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশে সরকারের কৃচ্ছ্রতাসাধনের ফলে সে সকল দেশের আমদানি কমে যাওয়া এবং মন্দার সময়ে গৃহীত সম্প্রসারণশীল রাজস্ব ও মুদ্রানীতির স্বাভাবিকীকরণের (normalisation) ফলে ২০১২ সালে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাবে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত Asian Development Outlook, April 2012- এ বিশ্বব্যাপী চাহিদা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এশীয় অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। এডিবি'র পূর্বাভাস অনুযায়ী এশীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১১ সালের ৭.২ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে ৬.৯ শতাংশে এবং ২০১৩ সালে প্রবৃদ্ধি আবার ৭.৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকা এবং ২০১১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়ায় এশীয় অঞ্চলের মূল্যস্ফীতিও নিম্নমুখী হতে পারে। তবে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা থাকায় মূল্য পরিস্থিতিতে উদ্ভ্রমুখী ঝুঁকি রয়েছে। সার্বিকভাবে ইউরো অঞ্চলের সমস্যা থেকে উত্তরণে গৃহীত কার্যক্রমের সফলতা, উন্নয়নশীল ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার পাশাপাশি পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ অব্যাহত থাকা এবং জ্বালানি তেলের মূল্য পরিস্থিতির ওপর বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের গতি নির্ভর করছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মন্দার শুরুতে ২০০৮-০৯ সালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেলেও পরের বছরেই তা ঘুরে দাঁড়ায় এবং গত তিন অর্থবছরে গড় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৭১ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৩২ শতাংশ। কৃষি খাতে বিগত দুই বছর ৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির পর বড় ভিত্তির প্রভাবে (high base effect) চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমলেও এ খাতের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। পাশাপাশি শিল্প এবং সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি সার্বিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২.৫৩ শতাংশ, ৯.৪৭ শতাংশ এবং ৬.০৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১০-১১ অর্থবছরে এ খাতসমূহে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.১৩ শতাংশ, ৮.২০ শতাংশ এবং ৬.২২ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৪৮ ও ৭৭২ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৮১৬ ও ৭৪৮ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০১০-১১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ছিল জিডিপি'র ১৯.২৯ শতাংশ যা ২০১১-১২ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ১৯.৩৭ শতাংশে। অন্যদিকে ২০১০-১১ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৫.৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.১৪ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৬.৩০ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৫.১৫ শতাংশ। যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.৫১ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৫.৬৪ শতাংশ। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসের ফলে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। পক্ষান্তরে, রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক অবস্থায় বজায় থাকার ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরে জিডিপি'র ২৮.৭৮ শতাংশ থেকে জিডিপি'র ২৯.৪০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০১০-১১ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৮০ শতাংশ। মূলতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে বিগত মাসসমূহে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ সম্প্রতি কমে এসেছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১১ মাসে দুই অঙ্কে (১০.৪৯ শতাংশ) পৌঁছার পর এপ্রিল ২০১২ মাসে মূল্যস্ফীতি আবার এক অঙ্কে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মূলত খাদ্য-মূল্যস্ফীতির কারণেই সাধারণ মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তবে সম্প্রতি খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সাধারণ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার এপ্রিল ২০১২ মাসে ৯.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা এপ্রিল ২০১১-এ ছিল ১০.৬৭ শতাংশ। এসময়ে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ১৪.৩৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৮.১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ৩.৯৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১২) গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১০.৯৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১১) গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৫১ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ভাল হওয়া এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রি (ওএমএস) ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মণ্ডজুত থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, বিনিময় হারের অবচিতি এবং জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের প্রভাব খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ফলে খাদ্য-মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ পড়লেও তা সাময়িক। মূল্য সমন্বয়ের ফলে বাজেটে ভর্তুকী বাবদ বরাদ্দ হ্রাসের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি কমবে যা মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের যোগান নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সংযত (cautious) মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে আগামী দিনগুলোতে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চাপও হ্রাস পাবে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১,১৪.৮৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৬ শতাংশ)। যার মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ৯২,৩৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.১ শতাংশ)। এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৩,৯১৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৮,৬০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম নয় মাসে (মার্চ ২০১২ পর্যন্ত) আহরিত হয়েছে এনবিআর কর রাজস্ব ৬৩,২৯৫ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব ২,৫৪৪ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৪,০৩৬ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৯৭,৮৭৪ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের মোট রাজস্ব আহরণ অপেক্ষা ২৪.৮৬ শতাংশ বেশি।

চলতি অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এনবিআর কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.১৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৭.২৮ শতাংশ। এসময়ে (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে - আমদানি শুল্ক: ১৩.৫০ শতাংশ, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ৭.৩৭ শতাংশ, আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক: ৮.৪৪ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ১৯.৯৯ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক: ১৭.৫৪ শতাংশ এবং আয়কর: ২৮.০২ শতাংশ। আমদানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুল্কখাতে রাজস্ব আহরণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, কর প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, করের আওতা বৃদ্ধি ও কর প্রদানে জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্যক্রমসহ কর ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কর রাজস্ব আহরণ বিশেষ করে আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই-মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ৯.৮০ শতাংশ এবং টু-জি মোবাইল লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমা হওয়ার কারণে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫৪.৪৮ শতাংশ।

সরকারি ব্যয়

২০১১-১২ অর্থবছরের মূল বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ১,৬৩,৫৮৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশ), যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১,১৭,৫৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৪৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিশেষ করে এডিপিতে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সহায়তার ব্যয় সন্তোষজনক না হওয়ায় সংশোধিত এডিপিতে প্রাক্কলন হ্রাস করে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪১,০০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অনুন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১,২০,২১৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে সার্বিকভাবে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন দাঁড়িয়েছে ১,৬১,২১৩ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৭ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অর্থবছরের প্রথম নয়মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৮,১৮৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৭৭,৫৬৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২০,৬১৭ কোটি টাকা।

২০১১-১২ অর্থবছরে মূল বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৫,২০৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৪৬,৩১৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ)। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১১,৮৬৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩৪,৪৪৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৮ শতাংশ) সংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে cwi eWZ` eWkK I Af`S`xY cwi w`wZi tCqVctU wekg>`v-cieZP mgTq Af`S`xY A_`bWZtZ AbjwZ msKj vbgLx gY`bWwZ (accommodative monetary policy)-tZ cQvRbxq cwi eZB Avbv nTqTQ| ceZP eQti i Af`S`xY F`Yi D`P cEw`xi wej w`PZ cFve (lag effect), AvSRWZK eVRvTi Lv`mn wZ` cQvRbxq `te`i gj` ew`xi cFvte gj``uWwZi pgeaGvb ew` Ges ewntLvTz %et`wK gj`i wB` AStcEvnTi dtj tj bT`b fvimTg` D`WZ Pvc cKgtbi j`T` 2011-12 gj` bWwZ cWxZ nq| gj` bWwZtZ gj` I FY thwMvb mshZ ti tL Abjcv`bkxj I AcPggK LvTz F`Yi thwMvb wBgS`Yi cKvkcWk KwI, T`z`I gvSwi D``vM LvZmn Drcv`bkxj Ges AMW`aKvi LvTz F`Yi chB thwMvb wBwDZKi`Yi I ci`u`Z`Tivc Kiv nTqTQ| gj``uWwZtK mnbxq chFq bWgtq Avbvi j`T` evsj vT`k e`vSk Pj wZ A_`eQti i gvP`chS`-mgTq bWwZ mY`nvi ti tcv Ges w`i fvm`ti tcv``j` dvq tgvU 100 teWmm cTqU ew` Kti h_vTg 7.75 I 5.75 kZstK cPtWbaF`Y Kti | Dtj L, MZ 2010-11 A_`eQti i bWwZ mY`i nvi tgvU 4` dvq 225 teWmm cTqUm ew` Kiv nq|

eQI wFtZ Pj wZ A_@Qti i tde*qwi gym tktl e'vcK gji mieivn epv cvq 18.19 kZvsk, ce@ZPA_@Qti i tde*qwi gym tktl G epv i nvi wQj 21.66 kZvsk| Gmgtd RbmavatiYi nvtZ _vKv KvtiwYi tlvU l gji (e'vsK emfZ gji) tde*qwi 011-G 24.80 kZvsk t_tK nrm tctq `wotqtQ 10.91 kZvsk| GKB mgtdi e'eatb Zj we AvgvbtZi c@p 31.78 kZvsk t_tK nrm tctq 2.78 kZvsk Ges tggw AvgvbtZi c@p 19.81 kZvsk t_tK 21.67 kZvsk `wovq| A_@P MZ A_@Qti Gmgtd RbmavatiYi nvtZ _vKv KvtiwYi tlvU l gji Dti tlvwM epv Nuji Pj wZ A_@Qti Zv e'vcK nrm tctqtQ| c@vtsi Gmgtd Zj we AvgvbtZi c@p l e'vcK nvti nrm tctqtQ| e'vcK gji w-wZ 2010-11 A_@Qti tktl (Rp011 tktl) wQj 4,40,520 tKwU UvKv, hv Pj wZ A_@Qti i tde*qwi gym tktl `wotqtQ 4,80,799 tKwU UvKvq| A_@P A_@Qti i c@_g AvU gvtm e'vcK gji c@v tetotQ 9.14 kZvsk, MZ A_@Qti i GKB mgtd G c@vtni c@p wQj 12.05 kZvsk|

Pj wZ A_@Qtii tde'qwi gym tkłi wi Rvf^ogy ti cē× ceēZ^oA_@Qtii GKB gym tkłi cē× 20.77 kZvstki
Zj bvq nwm tctq 3.50 kZvstk `wotqtQ| Gigta' bxU `et'wK maut'i cē× 3.71 kZvsk Ges bxU Af'siXY
maut'i cē× 3.06 kZvsk| ceēZ^oA_@Qtii GKB matq G cē×i nvi wQj h_vutq 1.69 kZvsk Ges 103.19

kZvsk| Kg „i“ZpY©cY“ Avg`wb wbi“rmwnZ Kiv Ges tiwgU`wm cêvtni MvZ wdti Avmvi dtj Pj wZ A_@Qtii tde`qumi gvtm bxU `et`wkK m`ut`i cêw× abvZK Ae`vfb itqtQ|

mj`i nvi

Avw_R LvZ ms`vi KgmmPi Avl Zvq cêwZ bgbxq mj`i nvi (flexible interest rate) bxwZgvj vi Aaxtb e`vsK„tj vtK Zvt`i mj`i nvi wbaftiYi qgZv cêvbm KwZcq LvZ FtiYi mj`i nvtii EaYmvgv wbaftiY Kiv ntj l mv`cêZKKvtj mweR cwiw`wZ chftj vPbv Kti wêwktctgU i bwb FY (7 kZvsk) l Kw (mtePP 13 kZvsk) FtiYi mj`i nvi Qvov e`vsK FtiYi mj`i nvtii mtePP mxgv cêv`vntii wmvš-MpxZ ntqtQ এতে mj`i nvi wbaftiY e`vsK„tj vi gta` cêZthwMvvgj K cwi tek mwê ntqtQ hv mj`i nvi thšw³KxKiYi mrvqK fvgKv cuj b Kite| e`vsKmgv AvgvbZ l FtiYi mj`i gvpdv nvi cêZ gvtm iayGKevi cwi eZB Kite Ges cwi eZG G mj`i nvi ZvrqYKfite Zvt`i `^`^l tqemvBtU cKvk Kivi cvkvcmk evsjvt`k e`vsKtK AewNZ Kite| D`PZi SJKevnx tfv³v FY (tμwU KwW°FYmn) l GmGgB FY Qvov Ab`vb` LvZ FtiYi mj`i nvi Ges AvgvbZ msMni MofwiZ mj`i nvtii e`eavb (intermediation spread) wbgZi GK A¼ (lower single digit) chftq mxwZ ivLvi l wmvš-MpxZ ntqtQ|

fwiZ Mo (weighted average) FY cêvbi mj`i nvi Rp 2011-G 13.39 kZvsk t_tK ew× tctq Rvbgwi 2012 tZ 14.56 kZvsk পৌছে| cqvšfi AvgbtZi mj`i nvi Rp 2011-G 8.85 kZvsk t_tK ew× tctq Rvbgwi 2012-G 10.28 kZvsk tctQ| dtj Rp 2011-G mj`i nvtii e`wB (interest rate spread) 4.54 kZvsk t_tK nwm tctq Rvbgwi 2012-G 4.28 kZvsk দাঁড়িয়েছে।

পুঁজিবাজার

%wK A_@wZK g`vi mgtq evsjvt`tki cJRevRvti AZ`š-tZwRfive_vKtj l g`v-cieZPmgtq cJRevRvti eo aiYi gj` mstkrab NtU| 2010-11 A_@Qtii Rp gvm tktl XvKv ÷ K G- tPÄ Gi evRvi gj` ab`wvq wRwWicli 41.0 kZvsk, hv Pj wZ 2011-12 A_@Qtii GwCj gvm tktl `wotqtQ wRwWicli 33.77 kZvsk| wWGbli mvariY gj`mPK wWtm`i 2011 gvtm 8,290.41-G tctQ| GKBfite evRvi gj` ab`wvq wRwWicli 44.1 kZvsk tctQ| Rvbgwi 2011 gvtm i`i` t_tKB cJRevRvti Aw`iZv cwi jwqZ nq Ges gj` mstkrab NtZ_vtK| mefkI Z` Abhvqx 15 tg 2012-G wWGbli mvariY gj`mPK nwm tctq `wvq 5,057.15-G, hv wWtm`i 2010 Gi Zjvovq 39.0 kZvsk Kg| Price Earnings (P/E) Ratio Rvbgwi 2011-Gi 29.35 t_tK Ktg tg 2012-G 13.69 G`wotqtQ|

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার সাথে সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতও সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে। গত ২০১০-১১ অর্থবছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪১.৪৭ শতাংশ। তবে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার-যথা ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণ সমস্যার ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের রপ্তানির বাণিজ্যের ওপর পড়েছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১২) রপ্তানি ১০.৩৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৮৮৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে ওভেন পোশাক (১৯.২৪ শতাংশ), নীটওয়ার (৫.৯২ শতাংশ), হিমায়িত খাদ্য (৬.২৬ শতাংশ) এবং চামড়া (১২.৬৩ শতাংশ) রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে কাঁচা পাট (-২৫.৮৮ শতাংশ), পাটজাত পণ্য (-১২.৪৯ শতাংশ)-সহ কতিপয় পণ্যের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। সরকার রপ্তানি খাতকে সহায়তার জন্য ইতঃপূর্বে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বেশকিছু সুবিধা বর্তমানেও অব্যাহত রেখেছে। পণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অনুেষণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজে ঘোষিত New Market Exploration Assistance-এর আওতায় উদ্যোক্তাদের বর্ধিত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন বাজার হিসেবে জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্কে বাংলাদেশের পণ্যের রপ্তানির বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ভারত কতিপয় পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস করায় ভারতেও পণ্য রপ্তানির সুযোগ বেড়েছে।

আমদানি

২০১০-১১ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৪১.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩,৬৫৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১২) আমদানি ব্যয় ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৯৪৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং নতুন স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরের শুরুতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। আমদানি পণ্যের ধরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণপত্র নিষ্পত্তির ভিত্তিতে জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৮২ শতাংশ, শিল্পের কাঁচামাল ১২.৬১ শতাংশ, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য ৪৯.৬৩ শতাংশ এবং ভোগ্যপণ্য ১৪.১২ শতাংশ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

মন্দার প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আবাসন শিল্পে ধুস নামা এবং মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ হতে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পায়। ফলে এসময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও জানুয়ারি, ২০১১ থেকে তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৬.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৬৫০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬১৪.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ৩.৮৪ লক্ষ জনশক্তি বিদেশ গমন করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৪.০৫ শতাংশ বেশি। সরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণসহ বেশ কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে জনশক্তি রপ্তানি পুরোদমে শুরু করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে। বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন কাজের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির চলমান প্রচেষ্টার ফলে পরিস্থিতির আরো উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

2011-12 A_@Qti i Rj vB-†de*qwii mg†q ewYR" NvUwZi cwi gvY `wovq 5701 wgwj qb gvwK® Wj vi , thLv†b ce@Zx® A_@Qti i GKB mg†q G NvUwZi A¼ wQj 4859 wgwj qb gvwK® Wj vi | Gmg†q Pj wZ wnmvte D0†Ei A¼ `wovq 681 wgwj qb gvwK® Wj vi , thLv†b ce@Zx® A_@Qti i GKB mg†q G wnmvte D0†Ei A¼ wQj 999 wgwj qb gvwK® Wj vi | D†j ‡, Gmg†q Pj wZ n`vš† c@vn 11.42 kZvsk e‡x t††j I ‡nev, ewYR" I Avq wnmvte Lv†Z NvUwZ e‡x cvq h_v††g 17.03 kZvsk, 17.33 kZvsk I 17.69 kZvsk, hv Pj wZ wnmvte D0†Ei n††m f†gKv i v†L | Rj vB-†de*qwii , 2012 mg†q g† ab I Avw_ℙ wnmvte i g†a" g† ab wnmvte D0†Ei _vK†j I Avw_ℙ wnmvte NvUwZ `wot††Q 908 wgwj qb gvwK® Wj vi | ce@Zx® A_@Qti i GKB mg†q Avw_ℙ wnmvte NvUwZ wQj 2,201 wgwj qb gvwK® Wj vi | Z†e Gmg†q mwveℙ t† b†`b fvi mv†g" NvUwZi cwi gvY `wovq 516 wgwj qb gvwK® Wj vi | ce@Zx® A_@Qti i GKB mg†q mwveℙ t† b†`b fvi mv†g" NvUwZi cwi gvY wQj 222 wgwj qb gvwK® Wj vi |

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

i Bw†b Avq Ges c@vmx†` i t††i Z ti wgu`v†Yi A¼ e‡x i cvkvcmk Avg`w†b e††qi D†j ‡†hvM" e‡x i d†j %†`wkK g††i w`wZi A¼ 30 R†b 2010 Zwi†L 10,750 wgwj qb Wj v†i i Z†j bvq 1.51 kZvsk e‡x t††q 30 R†b 2011 Zwi†L `wovq 10,912 wgwj qb gvwK® Wj vi | me††k I c@Z Z_` Ab†hvqx 30 Gw††j , 2012 Zwi†L `††wkK g††i w`wZ `wovq 10,193 wgwj qb gvwK® Wj vi , hv ce@Zx® A_@Qti i GKB mg†q t††† wQj 11,316 wgwj qb gvwK® Wj vi | D†j ‡, Avg`w†b c@x K†g Avmvq Ges ti wgu`w†m c@v†ni c@x i Kvi†Y `††wkK g††i wi Rv††bv evot†j I t†gUvgwU w`wZkxj ch††q i†††Q |

বিনিময় হার

PjwZ A_@Qti i RjvB-WWtm† mgtq cēvmx†i tci Z tingUvY I iBwb Avq epxi cvkvcwk Avg`vib e`q Ges AvSRZK evRti tZtj i gtj i EaYmZi dtj `et`wkK gy`i wewbgq nvti Aw`wZkxj Zv mjo nq| PjwZ A_@Qti i RjvB-tde*qwi mgqKvtj gwkK Wjvti i wexixZ UvKvi wewbgq nvti AewPwZ NtU 10.60 kZvsk| wtklZt Avg`vib e`q epx I %et`wkK FY/mvnh` vfwek avivi tPtq nwm cvl qvq wemZ KtqK gvtm `et`wkK gy`i thvMvb wKQlv Pvtci m`xnb nq| e`vsk,tj vK bZb FYcI tLvj i t¶tI mZKZv Aej pbnm Drcv`b DcKiY I AZ`vek`Kxq tFvM` cY`w`i Avg`vibZ AMwaKvi cōvfb cingK@cōvb Kiv ntqtQ| Dtj E, `et`wkK gy`i G ewaZ Pwn`vi dtj UvKvi wewbgq nvi wKQlv AePq ntq Pwn`vi Pvc cwiwZ nI qvi cvkvcwk iBwb I tingUvY cēvn epixZ mnvqK ntqtQ| `et`wkK gy`i thvMvb I Pwn`vi gta` mgšq mvaibi dtj mvuZK w`b,tj vZ UvKvi wewbgq nvti w`wZkxj Zv j¶ Kiv hvq`Q| 1 RjvB, 2011 Zwi tL cōZ gwkK Wjvti i wexixZ UvKvi fwi Z Mo wewbgq nvi wQj 74.23 UvKv, hv 30 GwCj 2012 Zwi tL `wovq 81.90 UvKvq|

চটি মুদ্রাবুড়ি (currency basket) নিয়ে নির্ণীত টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Nominal Effective Exchange Rate Index-NEER Index) জুলাই ২০১১ মাসে ৫৯.২২ থেকে অবচিৎ (depreciate) হয়ে মার্চ ২০১২ মাসে ৫৬.৪৭ এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index-REER Index) জুলাই ২০১১ মাসে ৮৯.৪২ থেকে সামান্য অবচিৎ (depreciate) হয়ে দাঁড়ায় ৮৯.০৫-এ। উল্লেখ্য, টাকার কার্যকর বিনিময় হার নামিক (nominal) বিনিময় হার অপেক্ষা কম থাকায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ এখনও রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- জাতীয় বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতি (performance indicator) সম্পর্কিত করে বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গৃহীত মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আরো গভীর (deepening) করার কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা খোলা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরের ন্যায় এ বছরেও প্রতি একনেক সভায় দু'টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম এবং বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০ টি প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

রাজস্ব আহরণ

- রাজস্ব খাতে আইনগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও জনশক্তি সংক্রান্ত যেসব কার্যক্রম গত অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়েছে তা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে।
- ভ্যাট আইন ২০১১-এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং আইনটি জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) বিষয়ক আইন কার্যকর হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এডিআর-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e-payment কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- ঢাকা কাস্টম হাউসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল শুদ্ধ স্টেশনকে অনলাইনের আওতায় আনা এবং ASYCUDA++ software মাধ্যমে শুদ্ধায়ন কার্যক্রম চলছে।
- কর বহির্ভূত রাজস্বের হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ ও চলতি বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ্য ি, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত

- ewYwR^K e^sK_s tj vi gj ab wFwE^tK m^nsnZKi^tYi j t^q^ e^v^tmj -2 b^wZgvj vi Avtj v^tK gj ab msi q^tYi t^q^t^ e^sK_s tj v KZ^ FY S^K (Credit Risk), evRvi (Market) I Kv^h^m^u^ b (Operational) S^K Qvov^ Zv^ i m^cvi f^vBRix wi wFD c^mm Gi Av^ Zvq mvgwM^K S^Ki weci^tZ ch^B gj ab wbi^f^tYi cvkvcwK AwZwi ^ Ab^vb^ mKj S^Ki weci^tZ ch^B gj ab msi q^tYi w^x^v^S-M^hY Kiv ntqtQ|
- ewYwR^K e^sK_s tj v KZ^ Hybrid gj ab Dcv^vb wnt^mte Subordinated Debt Bmji w^x^v^S-M^hY Ges B^Zvg^t^ 8w e^sK^tK Subordinated Debt Bm^j Abg^wZ c^vb Kiv ntqtQ|
- e^sKmg^ni m^cvi f^vBRwi wi wFD c^mm gj ^vq^tbi j t^q^ Guidelines on Supervisory Review Evaluation Process (SREP) Bm^j Kivi cvkvcwK e^v^tmj -2 Gi 2q w^j v^ti i b^wZgvj vi Avtj v^tK S^K e^e^v^cbv I gj ab msi q^tYi g^t^ m^sthW ^v^cbce^ ^-^ e^sK KZ^ wbr^m^cvi f^vBRwi wi wFD c^mm WK^gU c^q^ Ges mvgwM^K S^K e^e^v^cbvi m^t_ m^sthW ti^tL gj ab msi q^tYi w^t^ R c^vb Kiv ntqtQ|
- mi Kwi t^URvix w^j /e^t^i Marking to Market wFwE^K c^t^g^ ^vq^ t^tK D^wZ q^wZ tiva K^i Zvij^ ew^i c^q^R^t^ mi Kwi w^m^KDwi w^UR avi YKvix c^Bgwi w^j vi e^sK_s tj v^tK evsj v^t^k e^sK c^E liquidity support c^q^w^U mnRZi K^i Zv outright buy/sell Gi cwi e^tZ^ collateralised Repo t^j b^t^ b wnt^mte w^t^Pbv Kiv ntqtQ|
- G^t^q^t^ evsj v^t^k e^sK KZ^ t^URwi w^j Ges e^t^i Awf^wZ g^t^i I ci h^w^t^g 15.0 kZvsk Ges 5.0 kZvsk gwR^ c^q^Mce^ Awf^wZ g^t^i Ae^k^ A^ liquidity support wnt^mte c^v^tbi w^x^v^S-M^hY Kiv ntqtQ|
- Zvij^ ew^i gva^t^g e^sKmg^ni FY c^vb mvg^ew^i j t^q^ k^g^v^I mi Kwi w^m^KDwi w^URi c^Bgwi w^j vi^t^ i Rb^ mvgwqKf^v^te HTM (Held to Maturity) w^m^KDwi w^UR w^b^t^q^t^Mi cwi g^Y m^w^k^ g^t^m i w^q^Z mn^tR w^b^t^q^M^hW^ m^u^t^ i 85.0 kZvst^k Db^wZ Kiv ntqtQ|

পুঁজিবাজার

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট গভার্নেন্স গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- e^K wewi s c^wZi m^m^m^g^ w^w^yZ K^i Zv m^t^kvab I cwi g^vR^ Kivi gva^t^g e^K wewi s c^wZ^tK AvaybKvqb Kiv ntqtQ|
- c^B^f^U t^c^t^gU Gi gva^t^g c^B^f^U wj w^t^UW t^Kv^u^wb Ges c^w^j K wj w^t^UW t^Kv^u^wbi gj ab ew^i Rb^ bZ^ w^avb c^q^b Kiv ntqtQ|
- g^t^P^U e^sK-Gi Kv^h^t^g Aw^KZi ^QZv, Review w^Zv I MwZk^j Zv Avbqb Kivi Rb^ g^t^P^U e^sKvi I t^c^U^d^w^j I g^v^t^bRvi w^w^g^j vq m^t^kvab I cwi g^vR^ Kiv ntqtQ|
- g^t^P^U e^sK-Gi Kv^h^t^g Aw^KZi ^QZv, Review w^Zv I MwZk^j Zv Avbqb Kivi Rb^ g^t^P^U e^sKvi I t^c^U^d^w^j I g^v^t^bRvi w^w^g^j vq m^t^kvab I cwi g^vR^ Kiv ntqtQ|
- ^K G^ t^P^i g^w^j Kv^bv, e^e^v^cbv I t^UW^s Kv^h^t^g c^K Kivi j t^q^ XvKv I PUM^g ^K G^ t^P^i-Gi w^w^gDP^j^q^j vB^t^Rkb (Demutualisation of stock exchange) i^i^ ntqtQ|

অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

মন্দাপরবর্তী পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতিপয় অন্তর্নিহিত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৩-২০১৭ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2013-17) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সাল ব্যাপী বিশ্বমন্দা থেকে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের পর জাপানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সুনামি ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেড়ে বিপর্যয়, ইউরো অঞ্চলে সৃষ্ট সার্বভৌম ঋণ সমস্যার ব্যাপ্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ঋণমানের অবনয়ন বিশ্বকে আরো একটি মন্দার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে ২০১১ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি (global output) কমে যায়। তবে ইউরো অঞ্চলের ঋণ সমস্যা থেকে উত্তরণের সম্মিলিত নীতি-কৌশল গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে গতি ফিরে আসা এবং বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা সমুন্নত রাখার সক্ষমতার কারণে ২০১২ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, কৃষিখাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা, বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসা এবং মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করার প্রেক্ষাপটে আগামী অর্থবছর এবং মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ ৮ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৮.৭ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এসময়ে বিনিয়োগ বর্তমানে জিডিপি'র প্রায় ২৪.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩২.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বর্তমানে জিডিপি'র প্রায় ১৯.৬ শতাংশ থেকে মধ্যমেয়াদে ২৩.৩ শতাংশে এবং জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র ২৮.৪ শতাংশ থেকে ৩৩.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো এবং কৃষিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের পথনকশা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, জ্বালানির চাহিদা মেটাতে নতুন কুপ খনন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে বলে আশা করা হয়েছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া এবং একইসাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পূর্ণ ও গুণগত বাস্তবায়ন মাধ্যমে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা (infrastructure deficit) দূর করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় ভবিষ্যতে যেসকল প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ এবং নীতিমালা ও নির্দেশিকা সরকার অনুমোদন করেছে।

কৃষি খাতে গত তিন বছর প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন - পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। কৃষি খাতে এ কার্যক্রমসমূহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে যা কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এমটিএমএফ-এ ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ যা প্রতিবছর গড়ে জিডিপি'র ০.৬-০.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য যে আইনগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও জনশক্তি সংক্রান্ত যেসব সংস্কার কার্যক্রম গত অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়েছিল তা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রবর্তন, কর-বহির্ভূত রাজস্বের আইটেমসমূহের হার বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। অধিকন্তু, জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ফলে বাজেটে ভর্তুকির চাপ কমবে যা সরকারের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব পরিসর (fiscal space) তৈরি করবে। গৃহীতব্য এসকল সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

মুদ্রানীতির ফলে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে এবং রিজার্ভ পরিস্থিতিও স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। যৌক্তিক রাজস্ব ও মুদ্রা নীতির সমন্বয়ের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতের অভিঘাত মোকাবিলা করে সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বাজায় রাখাসহ কাজক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সারণি ১.১-এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের পূর্বাভাস দেখানো হলো।

সারণি ১.১ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ ২০১৩-২০১৭

খাত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
	প্রকৃত	প্রকৃত	সাময়িক	প্রাক্কলিত			প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
চলতি মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৬	১২.৯	১৩.৪	১৫.৯	১৪.১	১৪.০	১৪.২	১৪.১	১৪.০
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৭	৬.১	৬.৭	৭.০	৭.২	৭.৬	৮.০	৮.৩	৮.৭
মূল্যস্ফীতি (%)	৬.৭	৭.৩	৮.৮	৯.৫	৭.৫	৬.৫	৬.০	৫.৫	৫.১
মোট বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৪.৪	২৪.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৬	২৮.১	২৯.৬	৩১.৪	৩২.৮
বেসরকারি	১৯.৭	১৯.৪	১৯.৫	২০.৬	২০.৪	২১.৩	২২.৪	২৩.৮	২৪.৪
সরকারি	৪.৭	৫.০	৫.৩	৫.৪	৬.২	৬.৮	৭.২	৭.৬	৮.৪
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.১	২০.১	১৯.৬	২০.২	১৯.৯	২০.৬	২১.১	২২.২	২৩.৩
জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৬	৩০.০	২৮.৪	২৬.৩	২৬.৮	২৮.২	২৯.৬	৩১.৫	৩৩.০
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হিসাবে)									
মোট রাজস্ব	১০.৪	১০.৯	১১.৮	১২.৬	১৩.৪	১৪.০	১৪.৬	১৫.২	১৫.৮
কর রাজস্ব	৮.৬	৯.০	১০.১	১০.৬	১১.২	১১.৮	১২.৪	১৩.০	১৩.৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.২	৮.৬	৯.৭	১০.১	১০.৮	১১.৪	১২.০	১২.৬	১৩.২
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত	১.৮	১.৯	১.৭	২.০	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২
মোট ব্যয়	১৪.৩	১৪.৬	১৬.২	১৭.৭	১৮.৫	১৮.৮	১৯.৩	১৯.৭	২০.১
অনুন্নয়ন বাজেট	১১.২	১১.০	১২.০	১৩.২	১৩.২	১৩.৩	১৩.৪	১৩.৪	১৩.৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.২	৩.৭	৪.২	৪.৫	৫.২	৫.৫	৫.৯	৬.৩	৬.৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৯	-৩.৭	-৪.৪	-৫.১	-৫.০	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৫	-৪.৩
অর্থায়ন									
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.১	২.৩	৩.৮	৩.৮	৩.৩	২.৯	২.৮	২.৭	২.৫
ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	২.২	-০.৩	৩.২	৩.২	২.৪	২.০	১.৯	১.৮	১.৬
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে	০.৯	২.৬	০.৬	০.৬	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৮	১.৩	০.৬	১.৩	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮
মুদ্রা খাত (অর্থবছর শেষে শতকরা পরিবর্তন)									
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৮	১৮.৮	২৫.০	২১.৯	১৫.৮	১৫.৩	১৫.৭	১৪.৯	১৪.৭
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৯	১৭.৬	২৮.৪	১৯.১	১৮.০	১৭.১	১৬.৭	১৬.২	১৫.৯
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৯.২	২২.৪	২১.৪	১৭.০	১৬.০	১৫.৫	১৫.৫	১৫.২	১৫.০
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	১০.১	৪.২	৪১.৭	১৪.৫	১৪.৫	১৪.৫	১৫.০	১৫.০	১৫.০
আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	৪.২	৫.৪	৪১.৮	১৫.০	১৫.০	১৫.০	১৫.৫	১৫.৫	১৫.৫
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৯.৭	১১.০	১১.৭	১২.৯	১৪.৫	১৬.২	১৮.২	২০.৪	২৩.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	২.৭	৩.৭	০.৯	০.৪	০.২	০.০	০.০	০.১	০.২
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭.৫	১০.৭	১০.৯	৯.৭	১০.৭	১১.৮	১৩.০	১৪.৬	১৭.০
রিজার্ভ (মাসের আমদানি হিসাবে)	৩.৮	৫.১	৩.৬	২.৯	২.৭	২.৬	২.৫	২.৫	২.৫

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নোট: কাঠামোটি ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে হালনাগাদকৃত।